তারিখ 21-5 OCT 2002
পৃষ্ঠা ২

ছাত্র রাজনীতি চলবে, তবে..

ছাত্র রাজনীতির সেই নৈতিকতা আর সোনালী অতীত এখন আর নেই। এখনকার ছাত্র রাজনীতি মানেই মেধাশূন্য অপদার্থদের লাফালাফি। এমনকি নেতৃত্বেও রয়েছে মেধাশূন্যতা। যেখানে ক্যাম্পাসের ছাত্ররা হাজারো সমস্যায় জর্জরিত, সেখানে ছাত্র নেতারা ব্যস্ত হল দখল, টেন্ডারবাজি, পিকেটিং, ভাঙচুর, অস্ত্রবাজিসহ নানা ধরনের অপকর্মে। ছাত্রদের সমস্যা নিয়ে তাদের কোন মাথা ব্যথাই নেই। উল্টো তারাই সাধারণ ছাত্রদের মাথা ব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ছাত্র রাজনীতি চলমান বাংলাদেশের সবচেয়ে আলোচিত ইস্যু। এই ইস্যুতে সর্বস্তরের মানুষই মুখ খুলেছে। যদিও বিষয়টি নিয়ে সহজে কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছা সম্ভব নয়, তবুও ছাত্র রাজনীতি বন্ধের পক্ষে-বিপক্ষে বহু যুক্তি প্রদর্শিত হচ্ছে। তবে একটা কথা না বললেই নয় যে, অতীতে দেশ ও জাতির মঙ্গলের জন্য ছাত্র সমাজ ও তাদের রাজনীতির ভূমিকা ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। একটা সময় ছিল যখন ছাত্র রাজনীতি বলতে বুঝাতো '৫২-এর ভাষা আন্দোলন, '৬২-এর আন্দোলন, '৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান আর '৭১-এর অপরাজেয় চেতনার কথা। কিন্তু ছাত্র রাজনীতি এখন আর সে পর্যায়ে নেই। দুঃখজনক হলেও সত্য যে, ছাত্র রাজনীতি এখন ব্যবসাবৃত্তির পর্যায়ে। অথচ অতীতে দেশের দুর্যোগময় মুহূর্তে এই ছাত্র এবং ছাত্র সংগঠনগুলোই আলোকবর্তিকা হাতে এগিয়ে এসেছিল। কিন্তু তখনকার ছাত্র সমাজ ছিল বিবেকবান এবং নৈতিকতার আদর্শে বিশ্বাসী। মেধাবী ছাত্রের মেধা আর সাধারণ ছাত্রের শ্রম দিয়ে তারা সোনার দেশ গড়ার স্বপ্নে বিভোর ছিল। কিন্তু ছাত্র রাজনীতির সেই নৈতিকতা আর সোনালী অতীত এখন আর নেই। এখনকার ছাত্র রাজনীতি মানেই মেধাশূন্য অপদার্থদের লাফালাফি। এমনকি নেতৃত্বেও রয়েছে মেধাশূন্যতা। যেখানে ক্যাম্পাসের ছাত্ররা হাজারো সমস্যায় জর্জরিত, সেখানে ছাত্র নেতারা ব্যস্ত হল দখল, টেন্ডারবাজি, পিকেটিং, ভাঙচুর, অস্ত্রবাজিসহ নানা ধরনের অপকর্মে।

ছাত্রদের সমস্যা নিয়ে তাদের কোন মাথা ব্যথাই নেই। উল্টো তারাই সাধারণ ছাত্রদের মাথা ব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাদের মত তথাকথিত ছাত্র নেতাদের কারণেই আজ দেশের উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো উত্তপ্ত। তাদের নোংরা মানসিকতার কারণেই দেশে বিরাজ করছে অস্থিতিশীলতা। তাদের এই নোংরা নেতৃত্বকে কি ছাত্র রাজনীতি বলা চলে? শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস-অস্থিতিশীলতা সৃষ্টি, অস্ত্রের ঝনঝনানি কিংবা লেজুরবৃত্তির রাজনীতিই কি ছাত্র রাজনীতি? মোটেই না। কিন্তু বর্তমানে সেটাই ঘটছে।

ছাত্ররা দেশের শিক্ষিত সমাজের একটা বড় অংশ। সে কারণে যে কোন বিষয় নিয়ে মত প্রকাশের স্বাধীনতা এবং রাজনীতিতে অংশগ্রহণের অধিকার তাদের আছে। কি সেই অধিকারের নামে প্রকৃতপক্ষে হচ্ছে কি? এখন অধিকার আদায়ের নামে ভাঙচু অস্ত্রবাজি আর লুটতরাজই বেশী হচ্ছে। তাহলে বুঝা গেল যে, আমাদের প্রচলিত

ছাত্র রাজনীতিই দেশের বর্তমান অস্থিতিশীলতার জন্য দায়ী। কিন্তু এই ছা রাজনীতিই আবার হতে পারে দেশ গঠনে হাতিয়ার। সেজন্য সকলের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনের প্রয়োজন আছে। প্রয়োজন নী আর আদর্শের ছাত্র রাজনীতি। ছাত্র রাজনী চলবে। তবে সেটা ক্যাম্পাসের বাইরে। শিক্ষাঙ্গন হবে সন্ত্রাস এবং রাজনীতিমুক্ত। কারণ রাজনীতির নামে শিক্ষাঙ্গনে অস্ত্রের প্রদর্শনী চলতে দেয়া যা না। ফলে প্রচলিত ছাত্র রাজনীতির পরিব ঘটাতেই হবে।

আমাদের ছাত্ররা রাজনৈতিক দল আর রাজনৈতিক নেতাদের অপব্যবহারের শিকার। তাদেরকে সেখান থেকে মুক্ত করতে হবে। আর আমাদের ছাত্র রাজনী প্রচলিত ধারার পরিবর্তন ঘটাতে হবে। য ছাত্র রাজনীতিকে নিয়ন্ত্রণ না করা যায়, ত সেটা হবে গোটা জাতির জন্য চরম দুর্ভা

মোহাম্মদ ইকরাম-উল-কবি
গ্রাম+ডাক-শংকুচাইল
থানা-বুড়িচং
কুমিল্লা